গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৬০৭

তারিখঃ ০৩ পৌষ ১৪২৫
১৭ ডিসেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০১/০১/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৭/১২/২০১৮
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২০. সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

নভেম্বর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার নভেম্বর'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**	(ক) সওজ অধিদপ্তর হতে মতামতের জন্য পিএসসি-তে প্রেরিত বিভাগীয় মামলাটির বিষয়ে যোগাযোগ করতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র চলমান ২০টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ২০টি মামলা কেস টু কেস Verify করে নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লি তদন্ত কর্মকর্তাগ

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	অক্টোবর' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	নভেম্বর'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১	
বিআরটিএ	১৭	০৪	২১	০১	০০	০১	২০	
বিআরটিসি	৩০	০০	৩০	০৯	০১	১০	২০	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	**৪৮**	০৪	**৫২**	১০	০১	১১	**৪১**	

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার নভেম্বর ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	নভেম্বর ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৪টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৪টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২৩টি, বিআরটিএ-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩১৯৭	১৪	৩২১১	১৩	১১	০২	৩১৯৮
বিআরটিএ	২৩৫	০১	২৩৬	০০	০০	০০	২৩৬
বিআরটিসি	৮৫	০২	৮৭	০৩	০০	০৩	৮৪
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৫১৮	১৭	৩৫৩৫	১৬	১১	০৫	৩৫১৯

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ৫৪টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে ০১টি মামলা রুজু এবং ১১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৪৪টি। ৪৪টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। কনটেম্পট মামলার বিষয়ে বিশেষ নজর এবং সর্তকর্তার সাথে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি যুগসচিব (আইন ও সংস্থা)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৪টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৬টি। তন্মধ্যে সওজের ১১টি ও বিআরটিএ'র ০৫টি মামলা রয়েছে।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আই ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আই কর্মকর্তা (সকল সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্ত অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন সংস্থা)
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে নভেম্বর'২০১৮ মাসে ১৪টি মামলা রুজু এবং ১৩ টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩১৯৮টি। প্রধান প্রকৌশলী আরও জানান জোন ওয়ারী/বিভাগ ওয়ারী কোন্ কোর্টে কতটি মামলা আছে তা যাচাই-বাছাই করা জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে তাঁর নিজ নিজ মূল অঞ্চলের মামলা পর্যালোচনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। (২) জোন ওয়ারী/বিভাগ ওয়ারী কোন্ কোর্টে কতটি মামলা আছে তা সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে। (৩) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে তাঁর নিজ নিজ মূল অঞ্চলের মামলার পর্যালোচনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচি (আইন)/এস্টেট আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৩৫টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। নভেম্বর ২০১৮ মাসে ০১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৩৬টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ অন্যান্য মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়োজিত আইনজীবীদের নিয়ে ১২/১১/২০১৮ তারিখ সভা করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ০৩টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বিআরটিসিতে বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৪টি। তন্মধ্যে ২টি কনটেম্পট পিটিশন মামলা রয়েছে। মামলা দুটি নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর মামলাসমূহ পরিচালনার নিমিত্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তার পাশাপাশি ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবি নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পাওয়া গিয়েছে। Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules-2008 এবং Delegation of Financial Power, 2015 অনুসরণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ'র জন্য ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিটিসিএ-তে ১টি মামলা চলমান আছে। একটি মামলার জন্য একজন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে সভায় আলোচনা হয় এবং এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	০৮	০১ (অঃ)	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৭৩	১,০৯৫	৫,৭৬৮	৬১০	০৯ (অঃ)	৭,৪৮২	৪৮ (অঃ)	৭,৪৩৪
বিআরটিসি	৩,৬৯৬	২,৪৮৪	১,১২১	৯১	-	৩,৬৯৬	১৪ (সাঃ)	৩,৬৮২
বিআরটিএ	২৫৮	৪৩	২১৫	-	-	২৫৮	০৩ (অঃ)	২৫৫
ডিটিসিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
ডিএমটিসিএল	১৯	০৮	১১	-	-	১৯	-	১৯
মোট	১১,৪৭২	৩,৬৪৩	৭,১২৬	৭০৩	০৯	১১,৪৮১	৬৬	১১,৪১৫

উপসচিব (অডিট) জানান যে, অক্টোবর ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৪৭২। নভেম্বর ২০১৮ মাসে ৯টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ৬৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৪১৫টি।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। অডিট আপত্তির সংখ্যার গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। তিনি আরও জানান বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া গেছে। এ মাসে সভা আহবান করা হবে। সভাপতি অগ্রিম অডিট আপত্তির জবাব সময়মত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৩) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রের ওপর সভা আহবান করতে হবে। অগ্রিম অডিট আপত্তির সঠিক জবাব সময় মত প্রেরণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সংখ্যা যাচাই-বাছাই এর জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, উপ-পরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর জানিয়েছেন যে, পরবর্তীতে তারিখ নির্ধারণ করে কার্যক্রম শুরু করা হবে।	(খ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(গ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএলে ২টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ১৯ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এখানে তথ্যগত কোথাও গড়মিল রয়েছে মর্মে তিনি অবহিত করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান তথ্যের গড়মিলের বিষয়ে ডিএমটিসিএল ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ একত্রে বিষয়টি পর্যালোচনা করে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা প্রয়োজন।	(গ) অডিট আপত্তির সংখ্যা গড়মিলের বিষয়ে ডিএমটিসিএল ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ একত্রে পর্যালোচনা করে সঠিক তথ্য নির্ণয় করবেন।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল), অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

পেনশন কেইস:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২২	৫	২৭	৪	২৩	
বিআরটিসি	১৫১	০১	১৫২	৫ (আংশিক পরিশোধ)	১৫২	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	১৭৭	৬	১৮৩	৪	১৭৯	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষ ও হিসাব), সওজ

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান,বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, বিআরটিসিতে কর্মরত ২২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি ও শ্রমিকদের আংশিক/সম্পূর্ণ গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত ২৫,৪৫,০৬,৫৫১.০০ (পঁচিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য ০৩/০৯/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগকে ডিও পত্র এবং ২৬/১১/২০১৮ তারিখ তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। থোক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত **'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮'** ভেটিং এর জন্য ১৮/১১/২০১৮ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়ন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ফি ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিলের পর আবেদনের বৈধতার মেয়াদ উল্লেখ না থাকায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময় বেধে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্রই এ বিষয়ে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পুনরায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। (২) নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	গ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ হতে ১১/১০/২০১৮ তারিখে পরামর্শক নিয়োগের জন্য এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ১২২ ধারা মোতাবেক খসড়া বিধি প্রণয়নের জন্য পরিচালক (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে ০৪/১১/২০১৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আইনে বর্ণিত বিধিমালাসমূহ প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগের বাজেটসহ স্বংয়সম্পূর্ণ প্রস্তাব বিআরটিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই করে দেখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	ঘ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: প্রধান প্রকৌশলী জানান, ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬/১১/২০১৮ তারিখে পুনরায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেরি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল, ঢাকা ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেরি প্লানিং সার্কেল, ঢাকা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেরি বিভাগ, ঢাকা এর সমন্বয়ে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫ টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপন চলছে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি বৃক্ষপালনবিদের একক প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয়। প্রধান বৃক্ষপালনবিদের সক্ষমতা অনুযায়ী তাঁর আওতাভুক্ত ১৮টি সেকশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৮ টি সেকশণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে এককভাবে বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভপর কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে প্রধান বৃক্ষপালনবিদ আগামী সভায় অবহিত করবেন।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) প্রধান বৃক্ষপালনবিদের আওতাভুক্ত ১৮টি সেকশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে এককভাবে বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা করে আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৃত গাছের স্থলে দ্রুত নতুন গাছের চারা রোপন এবং প্রতি মাসের প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে এ বিষয়ে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করার জন্য প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(খ) (১) পরিদর্শনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে গৃহীত কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-10

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(খ) (২) মৃত গাছের স্থলে দ্রুত নতুন গাছের চারা রোপন করতে হবে।	
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জনান, সওজ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গাইড লাইনের ওপর ইতোপূর্বে সচিব মহোদয়ের উপস্থিতে একটি উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়েছিল। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য সচিব মহোদেয়ের সভাপতিতে পুনরায় একটি উপস্থাপনা আয়োজন করা প্রয়োজন। দ্রুত সময়ের মধ্যে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব প্রেরণ এবং একটি উপস্থাপনা আয়োজনের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (১) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে সওজ হতে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) (২) এ বিষয়ে আগামী সভার পূর্বেই একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(ঘ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে মৃত গাছের স্থলে নূতন করে চারা পুন:রোপণ করা হয়েছে এবং পানি দেয়া ও পরিচর্যার কাজ চলছে।	(ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) সিনিয়র সহাকরী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য এর সভাপতিত্বে ০৯/০৯/২০১৮ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২৬/১১/২০১৮ তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীতা না থাকায় এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদের মাধ্যমে সওজের অনুকূলে হস্তান্তরকৃত যে সব জায়গা এখনও সওজের নামে রেকর্ড করা হয়নি যে সব জায়গা চিহ্নিত করা এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(গ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা ১০/১২/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে যোগদান করছেন এবং প্রধান কার্যালয়ে পদায়ন করা হয়েছে। যোগদানকৃত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে সভায় শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাঁর দায় দায়িত্ব ও কার্যপরিধি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয়কে তাঁর দায় দায়িত্ব ও কার্যপরিধি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ১৩/১১/২০১৮ তারিখ নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে মোগড়াপাড়া বাজারে ও শিমরাইলে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৯৮টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.০৫ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫.২০ কোটি টাকা। মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা খুলনা

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, চট্টগ্রাম জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা অন্যাত্র বদলী হওয়ায় উক্ত শূণ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ১২/১১/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। নভেম্বর ২০১৮ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২,৬৮৭টি মামলার মাধ্যমে ৪৭,৮৩,৪০০/- (সাত চল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার চারশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৩৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৯টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ০৮টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়। সভাপতি অবহিত করেন অনেক বেসরকারি কোম্পানী পুলিশের নাম ব্যবহার করে মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে সাইনবোর্ড ব্যবহার করছে। এ সকল সাইনবোর্ড সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে অনুরোধ করতে হবে।	বেসরকারি কোম্পানী কর্তৃক মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত সাইনবোর্ড অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১০.	**সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তরে পত্র দেয়া হয়েছে। উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) আরও অবহিত করেন সওজ অধিদপ্তরের পূর্ণ অর্গানোগ্রাম তৈরী করা হচ্ছে, এর মধ্যে সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। আলাদাভাবে বিষয়টি নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বিষয়টি বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
১১.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান, (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ৩১৫টির সার্ভে রিপোর্টই প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ৪০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: <table><tr><td rowspan="2">মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা</td><td rowspan="2">মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন</td><td colspan="2">নিলাম সংক্রান্ত</td></tr><tr><td>বিক্রিত</td><td>বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন</td></tr><tr><td>১৭৩</td><td>১৭৩</td><td>১২০টি</td><td>৫৩</td></tr></table> (গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপির ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৩/০৯/২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুগ্মপ্রধানকে পরামর্শ প্রদান করেন। (ঘ) ৬৫টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: <table><tr><td>মোট বিভাগের সংখ্যা</td><td>শেড বিদ্যমান রয়েছে এমন বিভাগের সংখ্যা</td><td>শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন বিভাগের সংখ্যা</td><td>শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এমন বিভাগের সংখ্যা</td></tr><tr><td>৬৪</td><td>১৪</td><td>৪৬</td><td>০৫ টি <table><tr><td>ক্রম</td><td>বিভাগের নাম</td><td>মন্তব্য</td></tr><tr><td>১</td><td>চাঁদপুর</td><td rowspan="5">প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।</td></tr><tr><td>২</td><td>রাঙ্গামাটি</td></tr><tr><td>৩</td><td>কক্সবাজার</td></tr><tr><td>৪</td><td>সুনামগঞ্জ</td></tr><tr><td>৫.</td><td>নেত্রকোনা</td></tr></table></td></tr></table>	(ক) মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। (গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (১) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে। (ঘ) (২) প্রত্যেক বিভাগে আবশ্যিকভাবে শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	শেড নির্মাণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে সংশোধিত বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ চাওয়ার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন। (ঙ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে ১৮/১১/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারী অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে ২৮/১১/২০১৮ তারিখে অনুরোধ করা হয়েছে।	(ঘ) (৩) সংশোধিত বাজেট চাহিদায় শেড নির্মাণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কোডে বরাদ্দ চাইতে হবে। (ঙ) চাহিত তথ্য দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. বিআরটিএ: (১) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, সম্মতি প্রদানের জন্য ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। ০৩/১২/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে তথ্যাদি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জরুরিভিত্তিতে একটি অভ্যন্তরীণ সভা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে। (২) অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ফিটনেস প্রদানের সময় এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (২) গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্তসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। বিআরটিসি'র জন্য নতুন যে সকল গাড়ী আনা হবে প্রত্যেক গাড়ীতে ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার লাগানো বিষয়ে সভাপতি চেয়ারম্যানকে পরামর্শ প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ফিটনেস দেওয়ার সময় গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ষ্টিকার লাগানো হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে রোড ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এ স্টিকার লাগানো যেতে পারে মর্মে সভাপতি সভায় অবহিত করেন।	(১) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিসি'র জন্য সংগৃহীত নতুন গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার লাগাতে হবে। (২) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা অব্যাহত রাখতে হবে এবং রোড ক্যাম্পেইনের সময়ও ৯৯৯ নম্বর ষ্টীকার লাগানো যেতে পারে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ অতিরিক্তসচিব, যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি বিসংস্থাপন)
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোয়ারীর জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। শীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	জবাব পর্যালোচনা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। যথাশীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।	জবাব পর্যালোচনা করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি ০৮/১১/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত Competency Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত ১৫/১১/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০২/১২/২০১৮ তারিখে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।	Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব দ্রুত অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্ত সচি (বাজেট)/যুগ্মসচি (বিআরটিএ সংস্থাপন

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৩.	বিবিধ: **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর হতে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ৬.৭৪,০০,০০০/-(ছয় কোটি চুয়াত্তর লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। নভেম্বর'২০১৮ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। বিআরটিসিতে র‍্যাপিড পাসের ব্যবহার কমে গেছে। এ বিষয়ে বিআরটিসি'র সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি অবহিত করেন র‍্যাপিড পাস ব্যবহার কার্যক্রমটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন বিষয়টি তিনি অবগত আছেন। যে উদ্দেশ্যে নিয়ে র‍্যাপিড পাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রেখে এর প্রচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ও জনপ্রিয় করতে হবে। বিআরটিসিসহ সকলকে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া, দিন দিন র‍্যাপিড পাসের ব্যবহার কমে যাওয়ার বিষয়টি অনাকাংখিত। র‍্যাপিড পাস ব্যবহার কমে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, বিআরটিসি'র পাশাপাশি ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও চেয়ারম্যান, বিআরটিকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) বিআরটিসি'র পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (১) (গ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহার কমে যাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (১) (ঘ) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও উপযোগী অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রব পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকায় চলাচলরত A/C বাসে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে অপারেটরদের সাথে একটি সভা করা হয়েছে। র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রয়েছে।	(২) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(৩) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।	
	(৪) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ব্যবহারের জন্য ১০/০২/২০১৮ তারিখে ১৫টি ডিভাইস বিআরটিসি'র মতিঝিল ডিপোকে হস্তান্তর করা হলেও বিআরটিসি অদ্যাবধি উক্ত রুটে Rapid Pass ব্যবহার শুরু করেনি। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(৪) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।	
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নভেম্বর মাসে বেইজমেন্ট ২ এর শেয়ার ওয়াল, লিফট ওয়াল, রিটেনিং ওয়াল এবং কলাম ঢালাই সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজের সার্বিক অগ্রগতি ২২.১৮৭%। প্রধান প্রকৌশলী জানান ভবন নির্মান কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এ পর্যায়ে অর্থ ছাড়ের প্রয়োজন। অর্থের চাহিদা চেয়ে ডিটিসিএ বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) অর্থের চাহিদা চেয়ে ডিটিসিএ বরাবর পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচি (উন্নয়ন)/অতিরি প্রধান প্রকৌশল (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারাদারদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। শর্ত ভঙ্গকারী ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজারাদারদের বিরুদ্ধে কী ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্দে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়া বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সভা করা হবে মর্মে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) (ক) প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) (খ) প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর আরও জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে শীঘ্রই একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, নভেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে রোড সেফটির বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রই এ বিষয়ে ১টি কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজনে করা হবে। ডিসেম্বর'১৮ মাসের মধ্যেই কর্মশালা আয়োজন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে জানুয়ারি'১৯ মাসের ১ম সপ্তাহে ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে। (২) ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ের মধ্যে রোড সেফটি বিষয়ে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	চ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জনাব মোঃ জিকরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ছ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান- (১) অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের (২৬৬৭ জন) রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। শিঘ্রই এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হবে। (২) প্রধান প্রকৌশলী, জানান, ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণে আদালতে রায় বাস্তবায়নে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।	(১) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	জ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) জানান- (i) উপসচিব (বাজেট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ১ম ত্রৈমাসিক সমন্বিত অগ্রগতি প্রতিবেদন বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এর সভায় অনুমোদনপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় প্রান্তিকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী মাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে আগামী ৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে দপ্তর/সংস্থা হতে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ আবশ্যক। এ বিষয়ে উপসচিব (বাজেট) দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (ii) ১১/১২/২০১৮ তারিখ এ বিভাগের এপিএ টিম প্রধান ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এপিএ টিম পুনর্গঠন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এপিএ টিম পুনর্গঠন এবং কর্মসম্পাদন সূচকভিত্তিক পরিবীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা'র কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।	(i) (১) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (i) (২) আগামী ৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে দপ্তর/সংস্থা হতে ২য় প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ii) টিম পুনর্গঠন এবং কর্মসম্পাদন সূচকভিত্তিক পরিবীক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা'র কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি অবহিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

www.rhd.gov.bd || date: 2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা) জানান- (ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দ্বিতীয় প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রম চলমান। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত 'দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ' শীর্ষক কার্যক্রমে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ: ➢ 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান' বিষয়ে এ বিভাগের ৫১ জন কর্মকর্তা এবং ৬১ জন কর্মচারি; ➢ 'কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন' বিষয়ে ৬১ জন এবং ➢ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ' বিষয়ে এ ১০৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	চলতি অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকা পয়েন্ট কর্মকর্ত শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, নভেম্বর ২০১৮ মাসে এ বিভাগে পত্রযোগে ২টি এবং অনলাইনের মাধ্যমে ০৩টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ৫টি অভিযোগের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ৩টি, বিআরটিএ'র ১টি এবং বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট ১টি। বিআরটিসি সংশ্লিষ্ট অভিযোগটির বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মোঃ কামরুল আহসান-কে অনুরোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৫-১)=০৪টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালকদের iBAS-2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে সিজিএ ভবনে আগামী ১৯/১২/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) সকল সংস্থা প্রধা প্রধান হিসাবরক্ষ কর্মকর্তা/ উপসচি (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজে
	(৫) Public Sevrice Innovation: (ক) উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জানুয়ারি ২০১৯ মাসে Innovation সংক্রান্ত Workshop আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী স্থানে Workshop আয়োজনের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী স্থানে Innovation সংক্রান্ত Workshop আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, নভেম্বর'১৮ মাসে সওজ অধিদপ্তর ৫৬টি, বিআরটিএ ৪৪টি, বিআরটিসি ৪০১টি, ডিটিসিএ ১২টি নথি নোটে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। ই-নথি বিষয়ে আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করা হবে। ই-ফাইল কার্যক্রমে দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বিআরটিসি ১ম অবস্থানে থাকায় সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া, আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে ই-ফাইল কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ই-নথির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। (খ) ই-নথির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য ছকে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

www.rhd.gov.bd / date:2019-01-01

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নক
	(৭) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মপ্রধানের সাথে আলোচনা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে শীঘ্রই একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে ওয়ার্কশপ আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এর ওপর আগামী সপ্তাহে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপ স্থা প্রধান/অতি সচিব (প্রশাস যুগ্মপ্রধান/ মাখ ইসলাম তৌহি সিনিয়র সহক প্রধান/ বেগম ই আরা, চীপ ট্রান্স ইকোনোমি
	(ঝ) ডিটিসিএ'র কার্যাবলি সম্পর্কিত: (১) ডিটিসিএ'র নতুন সৃজিত আউটসোসিং ১১টি গাড়ীচালকের মধ্যে ০১টি পদ এবং ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ০৭টি পদ আউটসোর্সিং এর পরিবর্তে স্থায়ীকরণে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা বিষয়ে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরিত নথিতে কিছু তথ্য চেয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে নথি পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে। (৩) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রধান প্রকৌশলীকে মতামত প্রদানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) পদ নিয়মিতকরণের অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (২) চাহিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে ভেটিং এর জন্য নথি পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (৩) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রধান প্রকৌশলী মতামত প্রদান করবেন।	নির্বাহী পরিচা ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচি (আরবান ট্রান্সপোর্ট) প্রধান প্রকৌশ

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৭/১২/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2019-01-01